প্রকাশক—
শ্রীউজ্জ্বল বসাক
৯১/১বি বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯।

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৬৩

মুদ্রাকর—
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫/১এ, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯।

উৎসর্গ

* * * * *

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বদেশের

অকাল-প্রয়াত কবিদের

অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ইউরোপ

(আয়ারল্যাণ্ড) [লোকগাথা]

পিতা এবং পুত্র

তরুণ তার পিতার আগুনে
বন্দনা করে, নেয় সবচেয়ে ভালো যা আর ;
সন্তানের আগুনে পিতা,
বুক দিয়ে হাঁটু ঢাকে তাঁর।

পিতা এবং পুত্র ভাগ নেয় ?
পিতা ও পুত্র গ্রাস করে !

তাদের ভাগ আমাদের সবকিছুতেই
তাদের কোনকিছুই আমাদের নয়॥

অনুবাদক : বেলাল চৌধুরী

(ইতালি) [মার্গেরিটা গুইদাচ্চি]

অদূরে উষার সময়

বহুবার নভেম্বর ফিরে ফিরে আসে
আমার জীবনে ; আজ যার শুরু হলো
সে নয় জঘন্যতম ; শান্ত একটি দিন
কিছুটা অস্বস্তিময়। আজ আমি ঝুঁকে আছি
একঠি দোল্‌নার কাছে, আমার কনিষ্ঠতমা
মেয়েটি ঘুমোয়, তার গভীর রহস্যময় ঘুম, যেন আজও
অতিথি এখানে, এই পৃথিবীর নাগরিক নয়, এখনও অচেনা।
টের পাই, কি এক নরম অনুভব
স্নায়ুর প্রতিটি তন্ত্রে, শরীরের সীমানা ছাড়ায়।
আজ এই ক্লান্ত রক্ত গোপন ঝর্ণার দিকে ফিরে
পুনরায় পুণ্য হলো ; রক্তের অপাপ রূপান্তর
শিশুর অপাপ ওষ্ঠে তৃষ্ণা হরণের যোগ্য হয়।
আমার শরীর এক অলৌকিক যন্ত্র, এ-ই শুধু
জীবনের জন্ম দিতে পারে। স্তন দুটি
যেন রূপকথার পাহাড়, প্রাচুর্যের নদী
বহে যায় স্বর্ণ যুগে, এই অবোধ শিশুর
স্মৃতির গভীরতম নদীগর্ভ সৃষ্টি হয়ে যায়, এ স্মৃতির কাছে
সে আবার ফিরে আসবে একদিন স্বপ্নে কিংবা বেদনায়
ওর জন্য এই ছবি স্পষ্ট, আর আমি,
আমি উপলক্ষ আজ, সময় নিষ্ঠুর হাতে
আমাকে বিবর্ণ করা আরম্ভ করেছে। হয়তো এই
শেষবার, আমি এক শিশুর ধরিত্রী, কেননা আমার
দারুণ বৎসরগুলি শুষ্ক করে টেনে নিচ্ছে রস
শরীরের বিশেষ প্রত্যঙ্গ থেকে। আজও আমি
একটি জীবন্ত বৃক্ষ, হাওয়ায় ঝিলমিল করে পাতা

শরীরে এখনও আছে জন্মবীজ, কিন্তু আমি উষার সময়
অদূরে দাঁড়িয়ে আছে, গ্রাস করে নেবেই আমাকে।
কী চমৎকার এই ক্ষণিক বিরতি, আমি আজ
নিজেই নিজের কাছে হেমন্তের দিন ;
সামান্য আশঙ্কা আর ভয় তাকে ঢেকে আছে।
দীর্ঘ রাজপথ হয়ে আমার অতীত
পিছনে বিস্তীর্ণ, ভবিষ্যত ভেবে শুধু এইটুকু জানি
আমার অতীত যত দীর্ঘ ছিল, ভবিষ্যত
তার চেয়ে ছোটো হবে।

(অংশ)

অনুবাদক : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥

(ব্রিটেন) [ডাইলান টমাস]

আমার বিষাদ-শিল্প

আমার বিষাদ-শিল্প মধ্যরজনীর স্তব্ধতায়
যখন চাঁদেরই আলো শুধু, শুধু প্রেমিক-প্রেমিকা
পরস্পর বাহুলগ্ন শয্যাশায়ী দুঃখকে জড়িয়ে

কোনো জীবিকার জন্যে, কোনো উচ্চাশার জন্যে নয়
নয় কোনো ব্যর্থতা বা মঞ্চাসীন মুগ্ধতার দাবী
আমার বিষাদশিল্প নিতান্ত প্রাণের দায়ে পড়ে।

কোথাও গর্বিত ব্যক্তি বহুদূরে রয়েছে দাঁড়িয়ে
চাঁদের আলোর নীচে এলোমেলো কবিতার পাতা
তার জন্যে খোলা নয়। এমনকি খ্যাতনামা পাখি
কিংবা গান কিংবা কোনো মহান মৃত্যুর বর্ণনায়
আমার বিষাদ-শিল্প কোনো কালে রচিত হবে না
শুধু সেই বাহুতে বাহুতে বাঁধা প্রেমিক-প্রেমিকা
তাদের অনন্ত দুঃখ, কবিতার প্রতি উদাসীন
তাদের সমস্ত সত্ত্বা, আমার শিল্পের কোনো দাম
কখনো দেবেনা তারা তবুওতো তাদেরই উদ্দেশে
আমার বিষাদ-সিন্ধু এ আমার সমস্ত রচনা॥

অনুবাদক : তারাপদ রায়

(গ্রীস) [অ্যাঞ্জেলোস সিকেলিআনোস]

প্রথম বৃষ্টি

জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালাম আমরা—
সেদিন সবই যেন ঠিক ঠিক ছিলো
মনের রক্তে একাত্ম সবই বেশ ঠিক ঠিক।
চাপা গরদ রঙের মেঘগুলো,
অন্ধকার ঢালা মাঠ আর আঙুর ক্ষেত
অস্পষ্ট সাংকেতিক দ্রোহে হাওয়ার আলাপ
গাছের ডালে ডালে :
ঘাস ছুঁয়ে চতুর দোয়েল সবেমাত্র ফু-ড়ু-ৎ উড়ে গেলো ॥

তারপর বজ্রপাত অকস্মাৎ
আকাশের পাল ছিঁড়লো
বৃষ্টির নিক্কণ এলো নেচে,
বাতাসে উন্নীত হল ধুলোর আহ্লাদ !

মাটির সোঁদা গন্ধ ঘ্রাণে এলেই
আমরা ঠোঁটের পাল্লা খুলে দিলাম—
বুকের ভেতরটা আদ্র হোক।
তারপর পাশাপাশি আমাদের গাল
ইতিমধ্যেই সুমিষ্ট মদ এবং চিকণ
জলপাই-এর মত ভিজে উঠেছিলো :

এ কীসের সৌরভ বাতাস-তোলপাড়কারী-ভ্রমরের মত ?
কে এ আতরের পিতা ?
কোনো নির্যাসগুল্ম, দেবদারু বা
সুগন্ধঘন উইলো ?
আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করেছিলাম ॥

এমন হোলো
প্রশ্বাস নেওয়া মাত্রই
এক মধুর স্বাদে
মুখ ভরে গেলো।
দাঁড়িয়েছিলাম যেন অবিচল বীণ
আপন সম্পূর্ণতায় যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টি
না মিললো উজ্জ্বল ইঙ্গিতময় এক স্বর্ণবিন্দুতে।

রক্ত ককিয়ে উঠলো শিরায় শিরায়
ঝুঁকে পড়লো মুখ আঙ্গুরের ওপর,
এর ফুল এর রস—সবই নিতে হবে আমায়
প্রথমে চিনে চিনে গন্ধগুলো বেছে নিলাম
তারপর একত্রিত করে—
এবং ভাগ্যের হাত থেকে দুঃখ বা পড়ে পাওয়া
পাঁচসিকে সুখ
যেমনভাবে নেয় পাঁচজনে—
পান করলাম আকণ্ঠ,
তারপর তোমার কোমরে যেই না হাত রেখেছি
সমস্ত রক্তে মুখর বুলবুলি
এবং ঢেউ-এর মত নেচে নেচে এগিয়ে গেলো॥

অনুবাদক: স্বরাজ মজুমদার

(চেকোশ্লোভকিয়া) [ইয়ান কোস্ত্রা]

ও আমার দেশের মাটি

হঠাৎ সাধ হয়, অস্ফুট গলায় বলে উঠি :
আমার স্বদেশ।
আমরা পথ হারিয়েছি ; আমরা বিপথে পা বাড়িয়ে
হাজির হয়েছি
যন্ত্রণা আর শোকে আচ্ছন্ন এক অচেনা ভূমিতে।
দূরের শহরকে আমরা ভালবেসেছিলুম।
যে-হাওয়া প্রাচীন বসন্তের পত্রালি ঝরায়,
তারই ঘূর্ণাবর্তে দাঁড়িয়ে
বিবর্ণ সব রূপসীদের উদ্দেশ করে আমরা এতকাল
কবিতা লিখেছি।

অথচ তখনও তুমি আমার প্রতীক্ষায় থেকেছ,
কাঁকরে ভরা 'ও আমার দেশের মাটি',
তখনও তুমি মনে রেখেছ আমাকে।
ও আমার আলুখেত,
দুঃখী মানুষের ওটের জমি,
বেড়ার গায়ে ফুটে-থাকা ও আমার সাদা কাঁটাফুল,
আর

গোলাপ-লতার চারপাশে
বুনো ব্রায়ারের ঝোপ,
তোমরা আমাকে ভোলনি।
ও আমার স্বদেশ!

কোনো প্রেমিক যার কানে কখনও স্তুতি বর্ষণ করেনি,
সেই 'মানহারা মানবীর' মতো,
নত মুখে,
কাপড়ের উপরে সূচের ফোঁড় তুলতে তুলতে
এতকাল
আমারই জন্যে তুমি অপেক্ষা করেছ।

নগ্ন পায়ে তুমি বসে আছ,
সম্রাজ্ঞী আমার।
পাহাড়ে প্রান্তরে, সন্তের মতো তুমি ভেড়া চরিয়ে বেড়াও
রোদ্দুরে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে তোমার
গায়ের রঙ।
পরনের স্কারট্ গুটিয়ে নিয়ে
পৃথিবীর সব চাইতে মিঠে জলের নদীর তীরে দাঁড়িয়ে
যারা কাপড় কাচে,
তোমার মুখ যেন সেই রজক-নারীর প্রতিচ্ছবি।

আমি দেখতে পাচ্ছি,
বাড়ির চৌকাঠে তুমি দাঁড়িয়ে আছ।
পশ্চিম দিগন্তের চুল্লীতে জ্বলছে গনগনে আগুন,
সেই আগুনের ফুলকি উড়ছে
আকাশময়।
ব্রোঞ্জের ঘণ্টায় নাচের সুর।
পাখির মত ডানা মেলে ঘুম নামছে,
তার সঙ্গে নামছে স্তব্ধতা।

গাছের আশ্রয়ে,
ঘুমের দুই প্রসারিত ডানার নীচে,
ছোটো ছোটো পাখিরাও এখন শান্ত।
তুমি তবু দাঁড়িয়েই আছ।
রাত জেগে প্রতীক্ষা করতে করতে
কোটরে বসে গেছে তোমার চোখ।
সেই চোখের উপরে হাত রেখে
তুমি দাঁড়িয়েই আছ।
তোমার দ্বারপ্রান্তে এই আমি আমার ভিক্ষার ঝুলি
নামিয়ে রাখলুম।
দীর্ঘ পর্যটনের সঙ্গী আমার যষ্টিখানাকে
ভেঙে নিক্ষেপ করলুম দূরে।
শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত তোমার কোলের উপরে আমি
ঝাঁপিয়ে পড়লুম,
স্বদেশ আমার।

অনুবাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(চেকোশ্লোভাকিয়া) [পাবেল্ হ্রোভ]

কিংবদন্তীর পাখী

না, চোখের জল আমি ফেলব না। দাঁতে দাঁত চেপে
বরং নিজেরই শ্বাস রোধ করব।
বেদনার বিষ গিলে ফেলব,
আর অশ্রুকে তৈরী করব যুদ্ধের জন্য।
হতাশ্বাস ভালবাসা যখন
ভয়ঙ্কর মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে
অন্যায়কে কোথায়ই বা রাখি!
আমাদের চুরমার স্বপ্নের ওপর
রক্তচোষা কালো সেই প্রলয়ের পাখী
আবার কর্কশ শব্দ তোলে—
"আর না কখনো"।
হতাশ্বাস ভালবাসা যখন
ভয়ঙ্কর মৃত্যুকেই আবার আলিঙ্গন করে
আমাদের আশ্রয় কোথায় হারায়?
সেই সজীব উজ্জ্বল আলো
যা হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, আলোড়িত করে—
রক্তস্রোতে আনে স্তব্ধতা;
আমাদের শোকাহত মাতৃভূমি
নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে
"...হে পিতা, স্বাধীনতা ..."
শুধু ধূসর ছাই পড়ে থাকে,
একটি মুমূর্ষু শিখা প্রতিফলিত হয়
তবুও এই চিতাভস্ম থেকেই জেগে ওঠে
তার দেশের মুক্ত হৃদয়—
যেন কিংবদন্তীর পাখী।

অনুবাদক: পুলক চন্দ

(জার্মানী) [রাইনের মারিয়া রিলকে]

'অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট'—থেকে

১ : ১৫

থামো…এ তো উপভোগ্য…এই মৃদু মর্মরসংবাদ…
সংগীতের গুঞ্জরণ…পদক্ষেপ…কিন্তু হ'লো উড্ডীন এখনই :—
তোমরা, উষ্ণ ও মূক কন্যাগণ, তোমরা কি আহ্বান শোনোনি ?
চ'লে এসো - নৃত্য করো আমাদের-অভিজ্ঞাত ফলের আস্বাদ।

নৃত্য করো নারঙ্গ। তাকে ভুলে যেতে কখনো কি পারি ?
যে-ভাবে নিজের মধ্যে মগ্ন থেকে, সংগ্রাম চালায়
নিজেরই মাধুর্যের বিরুদ্ধে। তবুও তা একান্ত তোমারই
ছিলো, আছে চিরকাল। অতীব মধুরভাবে তুমি হ'য়ে ধায়।

নৃত্য করো নারঙ্গ। তোমার মধ্য থেকে টেনে ছুঁড়ে দাও
উষ্ণতর ভূদৃশ্য, যাতে সেই সুপক্কতা উজ্জ্বল, উৎসুক
হ'য়ে ওঠে স্বদেশের সমীরণে ! খোশা খুলে, প্রজ্বলন্তভাবে

সৌরভে সৌরভে মাখো। সৃষ্টি ক'রে নাও
সে-গূঢ় সম্বন্ধ, যাতে ফল-ত্বক, অমল ও অনিচ্ছুক,
রসে পূর্ণ ক'রে তোলে আনন্দিত ফলটিকে আপন স্বভাবে।

২ : ১

নিশ্বসিত কবিতা, হে দৃশ্যাতীত !
তুমি সেই অন্তরীক্ষ, যা সর্বদা অতি শুদ্ধভাবে
বিনিময়ধর্মিতায় আমাদের সত্তায় নিহিত,
যার প্রতিপক্ষরূপে ছন্দের প্রভাবে

আমি পাই অস্তিত্ব। হে নিঃশব্দ ঢেউ, যার সমুদ্রে ক্রমশ
আমাকেই জন্ম দিতে হয়,
তুমি, সব সম্ভব সিন্ধুর মধ্যে সবচেয়ে কৃশ—
এইভাবে স্থান করো জয়।

ইতিমধ্যে বিশ্বের কত না স্থান
ঘ'টে গেছে অন্তরে আমার,
কত না বাতাস, যেন আমারই সন্তান।

লুপ্ত সব স্থান, কাল, হে বাতাস, আজো আছে আমার বৈভব,
চেনো না কি ?—যে-তুমি একদা ছিলে আমার ভাষার
মসৃণ খোলশ, আর গোলত্ব, পল্লব।

অনুবাদক : বুদ্ধদেব বসু

(ডেনমার্ক) [টোভ ডিটলেভসেন]

"ওরা তিনজন"

পার হবার দুরন্ত বাসনা নিয়ে
ওরা দুজন আমার আত্মার পথে।
প্রথম শুধু আমার, আমার হৃদয়।
দ্বিতীয়ের হৃদয়ে আমি, শুধু আমি।

স্বপ্নের গভীর গোপন বাসরে হাজির হোল—
আমার পুরুষ, মুখে চন্দন মাথায় টোপর।
আর ও দাঁড়িয়ে কিছুর প্রতীক্ষায়
বন্ধ দরজা-বন্ধ, রাতটা ফুরোলো।

কি মধুর সে মিষ্টি মুহূর্তের বসন্ত উত্তাপ
পুরুষ আমায় দিল, ভরিয়ে দিল।
দ্বিতীয় জীবন ভোর আমায় আঁকলো
কিছু না চেয়ে, আঁক কষা।

বয়ে চলা রক্তের সঙ্গীতে ওঠে—
আমার প্রথমের অনন্ত প্রেম।
ওর স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ জলে
রঙিন স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায়।

প্রতিটি রমণী ঘিরে ওরা দুজন
প্রেম-দয়িত, সেই হতাশা।
প্রতি শতবর্ষ পরে
ওরা দুয়ে মিলে এক।

অনুবাদক : ময়ূখ বসু

(পোল্যাণ্ড) [জুলিয়ান টুাইম্]

তুমি

তুমিই আমাকে মর্তে রাখো, তুমিই স্বর্গে তোলো। এখানে আমার
সবকিছুই তুমি ; তাহ'লে অতদূরে সেখানে যাওয়ার কী প্রয়োজন ?
আমি শুধু তোমাকেই জানি, তোমাকেই বুঝি।
পৃথিবীর কোন কথাতেও
আমি কান দিই না, কেন-না, চেষ্টা করলেও
তার একটি বর্ণ আমি বুঝতে
পারবো না।

প্রতিটি পদক্ষেপ এক নূতন পথ, প্রতিটি ভাবনা এক গভীর অসুখ।
একমাত্র তুমিই প্রশ্নের উত্তর দাও, কথা ব'লে অথবা কথা না ব'লে।

আমি শুনতে পাই তোমার হৃৎপিণ্ডের রক্তগুলি শঙ্খের মত সাদা বুকে
আছড়ে পড়ছে ; আর আমার অন্ধ প্রেমের হাত ধরে এগিয়ে চলি এই
জীবনের পথে, যে জীবনের সঙ্গে মরণের কোন তফাৎ নেই ॥

অনুবাদক : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(পোল্যাণ্ড) [টিমোটিউজ এ্যাকরোপোউচ]

স্তব্ধতার শিক্ষা

যখনি হঠাৎ প্রজাপতি
পাখা দুটি বন্ধ করে জোরে,
কে যেন তখনই বলে ওঠে ;
আস্তে চলো, চুপ কর, ধীরে !

যখনি চমকানো এক পাখি
পাখা মেলতে একটি পালক
রোদ্দুরে ঝলকায়, শুনি ওই ;
আস্তে চলো, চুপ কর, ধীরে !

তেমনি করে শিখেছে হাতিরা
হেঁটে যেতে সার্কাসের মাঠে
তেমনি করে শিখেছে মানুষ
পৃথিবীতে চলার নিয়ম।

গাছগুলো নির্বাক মাঠে ঐ
কী রকম হ'য়ে আছে খাড়া
ভয়ার্ত শরীরে শিহরিত
রোমরাজি দাঁড়ায় যেমন।

অনুবাদক : মনীন্দ্র রায়

(পোর্তুগাল) [পাকো দ্য আরকোস]

ভয়

নদীতে চড়ে বেড়ানো জলদস্যুদের ভয় করি না,
সামুদ্রিক ঘূর্ণি-ঝড়কেও নয়।
বিশ্বাসঘাতকতা আর নৌকো-ছড়ানো নদীতে
রাতে আগুন লাগার ভয়েও আমি ভীত নই।
ব্ল্যাক স্যাণ্ডের আম বাগানে
চন্দ্রালোকে দেখা ফাঁসিতে লটকানো
মানুষদের দৃশ্যেও আমার ভয় নেই।
ক্ষুধার, যুদ্ধের, প্লেগের কিংবা
সেণ্ট জন দ্বীপের কুষ্ঠ ক্ষতের ভয়ও কিছুই নয়।
শিকার-লোভী মৃত্যু ক্রমাগত গোপনে
আমাদের পিছু নিয়ে চলেছে এবং
শেষ পর্যন্ত আমাদের সে গ্রাস করবেই,
এই সন্দেহের ভয়কেও আমি গ্রাহ্য করি না।

সন্ধ্যা যখন নেমে আসে
এবং অস্তাচলের সূর্য যখন রক্ত ছড়াতে থাকে
কর্দমাক্ত সমুদ্রের তীর ভূমিতে,
প্রান্তরে প্রান্তরে, এবং আকাশে
যতক্ষণ না এইসব দ্বীপ ছায়ায় ঢাকা পড়ে
এবং অন্ধকার ভিড় করে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
এবং যখন ছায়া ছাড়া কিছুই আর দেখা যায় না
আর কেবল কতগুলি চিৎকার রাত্রিকে ভেদ করে চলে,—
কোথা থেকে সে চিৎকারগুলি আসে তা' আমি জানি না,
কোথায় যায় তাও আর আমার জানা নেই ;
সেই সময় দুঃখের সংক্রমণের ভয়কেও আমি আমল দিই না।

কাঁদের ভয়কেও ভয় বলে মানি না আমি
কিংবা ছোরার ভয়কে
কিংবা সেই সব রক্ত চুম্বনের
যা চক্রান্তের ফল
এবং যা ধীরে ধীরে জীবনকে চুষে নেয়···

সেই আশঙ্কাই আসল ভয়, তুমি হয়তো চলে যাবে
এবং আমায় হয়তো একাই এখানে ফেলে রেখে যাবে !

অনুবাদক : দক্ষিণারঞ্জন বসু

লেখা সম্ভব নয়

বুঝছিস ভাই
লেখা সম্ভব নয়
এই সর্বগ্রাসী
হৈ চৈ-এ
এক হপ্তা ধরে
ভবিষ্যৎটাকে ফাটতে দেখছি
নিজেদের চোখে
লেখা ভাই সত্যিই
সম্ভব নয়
হাঁটতে জানা চাই বহুক্ষণ
অশান্ত এ-পারীকে
বোঝার জন্য
ঢুকতে পারা চাই সর্বত্র
গিলতে পারা চাই প্রত্যেকটি কথা
বক্তৃতার মঞ্চে
পড়া চাই সব কটি দেয়ালের লিখন
সব বিশ্বাসের অঙ্গীকার
সব ঘোষণা
কথা বলা চাই
রাস্তায় যার-তার সঙ্গে
ঘুম প্রায় নেই, সময় কোথায়
প্রার্থনা করা চাই শবযাত্রায়
পয়সার অভাব সকলেরি মতো
একে অন্যে ভাগাভাগি
আধখানা রুটি, ও এক ঢোক কোকো

মনে পড়ে, আছে
গানও
সেটা কি কপাল গুণেই ?
সর্বত্র শপ্যাঁ পিয়ানোয়
রোম্যান্টিক সুর
বাইরের যারা, ভাবছে
বুঝি মেলাই বসেছে কোনো
একটু বৃষ্টিতেই ছত্রভঙ্গ হবে
আমি জানি
ঘুমিয়ে পড়াটা শুধু চলবে না
কিছুতেই
এই বিশেষ মুহূর্তে
যখন রাত্রি বিদায় নেয়
ভয় পাছে ভোরের সঙ্গে তার
সাক্ষাতের কথাটি সে না রাখতে পারে
জীবন ঠিকই এগোয় পা ফেলে ফেলে
কখনো ক্লান্ত নয় ॥

অনুবাদক : লোকনাথ ভট্টাচা

ফ্রান্স) [পোল ফর]

যদি

যদি সব মেয়েরা চাইত হাতে হাতে মিলিয়ে দিয়ে,
সমস্ত সাগরকে ঘিরে একটা বৃত্ত গড়তে পারত তারা ;
যদি সব শিশুরা হত নাবিক, তাদের জলযান পর-পর সাজিয়ে
সুন্দর একটা সেতু তৈরী হত সাগরে ;
তারপর সারা পৃথিবীকে বেষ্টিত করত একটি বলয়, যদি
দুনিয়ার সব মানুষ চাইত হাতে হাত মেলাতে ॥

অনুবাদক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(বুলগেরিয়া) [নিকোলা ভাপ্‌ৎসারভ]

স্মৃতি

আমার কাজের সঙ্গীটিকে
মনে পড়ে
—কী ভালো যে ছিল সে ছেলেটি।

দোষ তার একটাই ছিল শুধু কাশত।
কাশতে কাশতে হয়ে যেত নীল।
বয়লারে আগুন দেওয়া—
প্রত্যহ রাত্রের শিফ্‌টে
পুরোদমে বারো ঘণ্টা কাজ।
ঘাড়ে করে বস্তা বস্তা কয়লা বইত,
পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই।

ঝুলকালি ভেদ ক'রে
আমাদের নিরুদ্ধ পিঞ্জরে
ক্বচিৎ কখনও যদি দেখা দিত
একফালি রোদ—

দৃষ্টি তার কী আগ্রহে মেটাত পিপাসা।
তার সে চাতক দৃষ্টি
চোখ-বুজলে আজও দেখতে পাই।

যখন বসন্ত আসত।
দূর থেকে
ভেসে আসত পাতার মর্মর।

ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়ে যেত
আকাশে বলাকা—
কী দুরন্ত পিপাসায়
সে হত কাতর !
চোখে তার আবেদন,
দুঃসহ বেদনা—
কী যে দুর্বিষহ সে বেদনা !

বসন্ত আবার যেন ফিরে আসে
আরেকটি বসন্ত যেন দেখে যেতে পারি—
এই তার করুণ মিনতি।

একদা বসন্ত এল
রূপ যেন ফেটে পড়ছে,
সঙ্গে সূর্য।
স্নিগ্ধ হাওয়া,
ফুটন্ত গোলাপ

মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ
বয়ে আনল
চাঁপার সৌরভ।
আমরা রইলাম তবু
যে তিমির সে তিমিরেই
বুকে নিয়ে জগদ্দল পাথরের ভার।
হঠাৎ একদিন
জীবনের তাল গেল কেটে।

বয়লারে গোলমাল দেখা দিল
কী কারণে কিছুই জানি না।
প্রথমে ঘড়ঘড় শব্দ,
তারপর একেবারে চুপ।
হয়ত বা সেই ছোকরা
মরেছিল ব'লে।

অথবা আমারই ভুল।
চেয়েছিল হয়ত সে
বয়লার।
আগুনে ইন্ধন দিক
পরিচিত হাত।

হলেও তা হতে পারে
জানি না সঠিক।

মনে হল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে
অস্ফুট কাতরস্বরে বলছিল বয়লার ঃ
'কোথায়, কোথায় গেলো বলো
সে ছেলেটি।
সে ছেলেটি
মারা গেছে।
বাইরে বাড়াও মুখ, দেখ—
বসন্ত এসেছে।
দূরে বহুদূরে
পাখিরা আকাশে উড়ছে।
আর কোনোদিন
সে ছেলেটি এ দৃশ্য দেখবে না।

আমার কাজের সঙ্গীটিকে
মনে পড়ে
—কী ভালো যে ছিল সে ছেলেটি !
দোষ তার একটাই ছিল শুধু কাশত।
কাশতে কাশতে হয়ে যেত নীল।

বয়লারে আগুন দেওয়া—
প্রত্যহ রাত্রের শিফ্‌টে
পুরোদমে বারো ঘণ্টা কাজ।
ঘাড়ে ক'রে বস্তা বস্তা কয়লা বইত
পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই।

অনুবাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

(যুগোশ্লাভিয়া) [ভ্যাস্‌কো পোপা]

ভস্ম

কিছু কিছু রাত—বাকি সব নক্ষত্র।

প্রতিটি নিশীথ নিজের তারা-কে জ্বালিয়ে
চার পাশে তার নাচে তমিস্র-নাচ—
পরিণামে তাকে দগ্ধে পুড়িয়ে মারে।
তখন চূর্ণ ফেটে পড়ে রাতগুলি—
কেউ হয় তারা,
অন্যরা সব রাত্রিই রয়ে যায়।

আবার নিজের নক্ষত্রকে জ্বেলে
রজনীপুঞ্জ লিপ্ত অন্ধ নৃত্যে—
যতক্ষণ না ভস্ম-বিভূতি তারা।

অন্তিম নিশা একাধারে তারা, রাত,
নিজেকে জ্বালিয়ে
নিজেরই বৃত্তে নাচে তমিস্র-নাচ।

অনুবাদক : অমিতাভ দাশগুপ্ত

(সুইডেন) [এফ. বনিয়েটস]

একটি মানুষ ঃ একটি পৃথিবী

প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে এক একটা পৃথিবী, যাতে রয়েছে
অন্ধ বাসিন্দারা নিরালোক বিদ্রোহ পোষণ করে
সেই একক আমির বিরুদ্ধে, যে আমি তাদের শাসক।

প্রত্যেকটি আত্মায় বন্দী রয়েছে হাজার আত্মা,
প্রত্যেকটি পৃথিবীতে লুকান রয়েছে হাজারটা পৃথিবী
এবং তারা সবাই দৃষ্টিহীন। এই নীচু তলার তুনিয়াটা
যদিও দেখছে না কেউ, তবু বেঁচে রয়েছে বাস্তবে
সত্যরূপে, যেমন সত্য আমি নিজে। আর আমরা রাজারা
আমাদের সত্তার সহস্র সম্ভাবনীয়তার প্রভুরা
নিজেরাও অধীন, নিজেরাও আমরা আসলে বন্দীই
কোন মহত্তর সত্তার গভীরে, যার আমিত্ব বা স্বরূপ
আমরা উপলব্ধি করি না তাঁর চেয়ে বেশী, যা করেন
ঐ উপরওয়ালা তাঁর উপরওয়ালার। ওদের মৃত্যু ও প্রেমই
আমাদের সমস্ত আবেগে রঙ আর সুর চড়ায়।

এ যেন এক শক্তিশালী বাষ্পীয় জাহাজের এগিয়ে চলা,
দূর থেকে আরো দূরে. দিগন্তের নীচে, যেখানে সে ভাসতে থাকে
সন্ধ্যার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে—অথচ আমরা জানতেও পারি না
যতক্ষণ না তার তরঙ্গ বুদ্বুদ হয়ে কিনারায় পৌঁছয়।
প্রথমে আসে একটা, তারপর আর একটা, তারপর অনেক,
আসে ভাঙে ছিটিয়ে পড়ে। ক্রমে হয়ে যায় সব
যা যেমনটি ছিল···তা না হলে কিন্তু সবই নিশ্চল।
আমরা পথে যারা এক তুর্লভ অস্থিরতায় আবিষ্ট হই
যখন কোন কিছু জানিয়ে দেয় মুসাফীর মানুষেরা বাইরে পা দিয়েছে,
কোন কোন সুপ্ত সম্ভাবনীয়তা বন্ধন মুক্ত হতে চলেছে।

অনুবাদক : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

(সোভিয়েত ইউনিয়ন) [ইভ্‌জেনি এভ্‌তুশেঙ্কো]

আমারই অধিকার নিয়ে

অংশে কিছুই আমার প্রয়োজন নেই
অর্ধকে সবের বিরুদ্ধেই আমার ঘৃণা,
দিলে দাও আকাশের সমস্তটাই
নগ্ন সুন্দর থাক মাটির শরীরখানা।
পাহাড় নদী বা সাগরের যা কিছু সঞ্চয় -
আমার। অধীত একান্ত। আর কারো নয়!

হে জীবন, তোষামোদী নয়!
কোরো না করুণা অধিকার নিয়ে,
আমার মজুর কাঁধ বহুৎ ভার বয়—
দেবার যা আছে দাও দিয়ে।
আমি চাইনে সুখ, হাসির টুকরোভঙ্গী কম্প্রমান
চাইনে— মিশ্র বেদনার্ত কোনো বিষাদের গান।

অংশ ঈপ্সিত শুধু মাথার বালিসে
আলতো কোরে মুখ তো গোঁজা যায়,
আঙটির দ্যুতি তোমার আঙুলে মিশে
উজ্জ্বল ফুলগুলি ঝরে—দুর্বল অসহায়!!

অনুবাদক : স্বরাজ মজুমদার

(সোভিয়েত ইউনিয়ন) [আন্দ্রেই ভোজনেসেনস্কি]

মাটি

খালি পা, মাটিতে হাঁটতে ভালো লাগে সবারই, আহা মাটি
পৃথিবীর তাপ কোমল, রমণীয়।
কোথায় ?
ইথিয়োপিয়া ?
হাভানায় ?
রিয়াজানে ছায়াছন্ন তরুবীথিকায় ?
সাভানায় রৌদ্রে সেঁকা তৃণভূমি ?
অজানা প্রত্যন্তশায়ী পৃথিবীর কোন অংশ
নাকি সে নিজেরই জন্মভূমি।
আমরা মানুষ
হাঁটতে ভালোবাসি মাটিতে পা ফেলে।
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে তার মুক্তবেণী স্রোত
অথচ পৃথিবী থেকে বড় একা নির্বাসনে আছি,
শহুরে বাসিন্দা নাগরিক
পাথুরে ইটের পথে অ্যাসফল্টে, লোহায়, যানবাহনে
গ্রানিটবিদীর্ণ তবু গাইসারে উচ্ছ্রিত যেন
উদ্ভিন্ন তরুণ তরু দেখে বলি সাদর সহাস্যে—স্বাগতম !

আমি স্বপ্ন দেখি সেই মুক্ত বসুন্ধরা
ডাণ্ডাবেড়ী, গড়খাই বা ট্রেঞ্চ-শূন্য মাটি,
রণস্থলি কষায় পচনে দমবন্ধ কটুগন্ধ শূন্য
মুক্ত খোলা হাওয়া
চাই স্বপ্ন শরীরিণী লিনডেন বীথিকা
যেন চূর্ণ অ্যালুমিনিয়ম বৃষ্টি হয়ে ঝরছে
ঝক্‌মক্, ঝিক্‌মিক

রমণী আকীর্ণ মাটি,
বাষ্পের দমকে দ্রুত ট্রেন
ফলভারে গর্ভিণী, আনত তনু পৃথুল আলস্যে মদালসা
রহস্যের, মানুষের যাদুকরী বিস্ময়ের মাটি,
ঘর্ঘরে উদগীর্ণ ধূমে,
আস্তীর্ণ সঙ্গীত !

মঙ্গল গ্রহের কোনোখানে,
পৃথিবীরই কোন পর্যটক
তুলে নেবে একমুঠো কবোষ্ণ বাদামী মাটি
কেমন দুচোখে তার ভালোবাসা চেয়ে দেখবে
নীলিম-শ্যামলে ভূমণ্ডল

সে তো ঐ, এত কাছে
ঢের কাছাকাছি ॥

অনুবাদক : তরুণ সান্যাল

(স্পেন) [ফেদারিকা গারসিয়া লোর্‌কা]

জনৈক অশ্বারোহীর কথা

কোর্‌ডবা !
নিঃসঙ্গ নিশ্চল ! বিমূক বিহ্বল !

এইবার কালো-মাথা রাত্রি দুই শিঙ্‌ তুলে
আকাশের চাঁদটাকে বিদ্ধ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ;
জলপাই শুকনো-ফুলেরা আমার অশ্বের মাথার মুকুটে
বিদ্রূপ আর ঘৃণায় ফিক্‌-ফিক্‌ করে বাতাসে হেসে উঠল.।

আমি 'কোর্‌ডবা' পৌঁছোবার পথ কি ভুলে গেছি ?

এই সমতল পেরিয়ে, বাতাসের বাধা ডিঙিয়ে-ই
দূরে নক্ষত্র সাজান ঝিকিমিকি আকাশ, পূর্ণিমার চাঁদ ;
সবচেয়ে কাছে আমার, সবার প্রিয়-জন মৃত্যু—
কোর্‌ডবা শৈল-প্রান্তরে তার গোপন ভালবাসা জানাল।

আ ! এ রাস্তা ভীষণ অন্ধকার, খু-উ-ব দীর্ঘ
আমি ক্লান্ত বটে, তবু যৌবন-সৈনিক দুরন্ত গতিবেগ ;
রাত্রি.—'সে' আমাকে সহবাস শয্যায় নির্লজ্জ আমন্ত্রণ জানাল
সুতরাং আজ আমার আর, কোর্‌ডবার চূড়োয় পৌঁছনো হল না।

কোর্‌ডবা ! তুমি আর একটা জন্ম অপেক্ষায় থেকো !

অনুবাদক : শামসের-আনোয়ার

(হাঙ্গেরী) [পিটার কুচকা]

বরং আমি

বরং আমি নগ্ন হয়েই পথ চলবো আজ
লোকে হাসে হাসুক।
নগ্ন হয়েই পথ চলবো ঠিক করেছি—
—যদি কারাগারে রাখে ওরা পাগল ভেবে রাখুক।

সারাটা পথ বরং আমি পোশাক ছাড়াই চলবো
এবং শেষপর্যন্ত বিবর্ণ গাছের মত জীবাশ্মে।
আমি নগ্ন হয়েই পথ চলবো আজ—
দীর্ঘশ্বাস পড়তে দাও মুমূর্ষুর মত !
সারাটা পথ বরং পোশাক ছাড়াই চলবো—
আমার কাজটুকু এমনই গর্দভের হবে,
সবাই ঘৃণা কোরো।

তবু নগ্ন হয়েই পথ চলবো আজ। সেও ভালো
তবু মিথ্যের পোশাক গায়ে তুলবো না॥

অনুবাদক : স্বরাজ মজুমদার

আফ্রিকা

দেশ ॥	কবি ॥	অনুবাদক ॥
আলজিরিয়া ১	লোকগাথা	দেবব্রত মন্‌ডল
ইথিওপিয়া ২	লোকগাথা	চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
কঙ্গো-ব্রাজাভিল ৩	ৎ-চিকায়া-উ-তাম্‌সি	প্রলয় শূর
ঘানা ৪	জন ওকাই	হরপ্রসাদ মিত্র
দঃ আফ্রিকা ৫	ইনগ্রিড জোনকার	সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
নাইজিরিয়া ৬	ম্যাবেল সেগান্	পুলক চন্দ
মরক্কো ৭	লোকগাথা	দেবব্রত মন্‌ডল
মালি ৮	হাউস্‌-দিয়াভারা	তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মোজাম্বিক ৯	এন. জি. মারাউদাস্‌	অমিতাভ চক্রবর্তী
মিশর ১০	মামুদ আবুল	অমিতাভ চক্রবর্তী
রুয়াণা উরুনি ১১	লোকগাথা	গণেশ বসু

(আলজেরিয়া) [লোকগাথা]

কুমারীর মৃত্যু সঙ্গীত

হে আমার প্রেয়সী, আমার প্রিয়া।
কোনদিন ভাবিনি তোমায় এত ভালবেসেছি।
তোমাকে মৃত নিয়ে চলে যাওয়ার পর
আবার যখন শুধু ওরাই
শূন্য হাতে ফিরে এল,
আমি এক-পা, এক-পা, এক-পা করে
শৈল শিখরে উঠেছিলাম।
যেখানে আমার সমাধি হবে।
অনেকগুলো নুড়ি কুড়িয়ে আমার সমাধি দিলাম।
বিশ্বাস করো—
এখনও তোমার সৌরভ পাচ্ছি
আমার বুকের মাঝখানে।
তবু কেন কষ্ট? দুঃসহ বিরহ জ্বালা,
হাড়-পাঁজরগুলো জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে।

অনুবাদক : দেবব্রত মন্ডল

(ইথিয়োপিয়া) [লোকগাথা]

সংজ্ঞা

রক্ত চোষেনি যে বর্শা—
দুশ্চরিত্র।
যে প্রেমে ঠোঁট অবর্শা—
অপবিত্র॥

অনুবাদক : চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

(কঙ্গো-ব্রাজাভিল) [ৎ-চিকায়া-উ-তাম্‌সি]

'এখানে সেখানে বয়ে-চলা নদী'

ও বহ্নিশিখাকে বলতে পারি নদী
যাকে পান করে বালুকাবেলাপ্রান্তের সাগর
শাখা প্রশাখা সব
একাকার হয় অন্তরের গভীর ভালোবাসায়।
এ নদী বয়ে চলে হৃদয়ে আমার
আবার আমাকে সে প্রাণপূর্ণ করে
ও বহ্নিশিখা ঘিরে বসে কেবল তোমাকেই বলেছি সে কথা।

আমার জনতা
সে চলে যেন এখানে সেখানে বয়ে-চলা নদী
জ্বলন্ত ও শিখাগুলি আর কিছু নয়
একে নিয়ে তন্ময় যারা এ তাদেরই দৃষ্টিজাত জ্বালা।
তোমাকে বলেছি তো
আমার জনতা স্মৃতি
ভরে আছে তাপে মত্ত ব্রোঞ্জের জ্বালাময় স্বাদে।

অনুবাদক : প্রলয় শূর

(ঘানা) [জন ওকাই]

অগ্রণী

আমি ফিরতে পারি ··· মা আমার,
কিন্তু কেবল তখনি আশা কোরো আমাকে—
যখন তুমি আমাকে ফিরতে দেখবে।

এখনো খাঁ খাঁ মাটিতে নিঃসঙ্গ আমি।
কিন্তু ভেবো না আমার জন্যে।
উঁচু উঁচু সব গাছের ফলে,
মৌনী নদীতে আর ঝর্নায়
আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটে।
আমি আকাশের চন্দ্র সূর্যের আলো পাই,
গাছের পাতা দিয়ে তৈরী হয় আমার শয্যা আর উপাধান।
আমার পোশাকের জন্যে আছে পশুর চামড়া,
আমার পরিতৃপ্তির জন্যে পাখির গান।
এইটুকুই তো আমার চাহিদা।
আমার দেশের বনে বনে এসব আছে প্রচুর পরিমাণে।
বনে বনে আমার দেশের মাটি কতো যে উর্বর!

আমি তোমাকে বলতে চেয়েছি এই কথা—
পিঁপড়েদের, আর ঠাণ্ডা রাত্রির কামড় প্রতিরোধ ক'রে
আমাকে প্রখর সূর্যরশ্মি সইবার ক্ষমতা দিয়েছে তোমারই স্মৃতি।
আমাকে হাতি দিয়েছে তার চামড়া,
শশক দিয়েছে দ্রুতগতি,
পেয়েছি বাদুড়ের নাক, আর সিংহের হৃৎপিণ্ড,—
জিরাফের গলা, উটের পাকস্থলী, আর জেব্রার লোম।

আমি বুঝি কৃষ্ণসার-হরিণের, আর, চিতার ভাষা।
তবু, মা আমার··· আমি যে ফিরবো—
শুধু তখনি তুমি সে-আশা কোরো—
যখন আমাকে ফিরতে দেখবে।

আমি ফিরতে পারি ··· মা আমার,
কিন্তু তুমি তখনি সে আশা কোরো—
যখন আমাকে ফিরতে দেখবে।
আমার বোনেরা যেন আমার পথ চেয়ে
পথেই না ব'সে থাকে, দেখো।
দেখো—প্রতীক্ষার অভিপ্রায়ে তারা যেন ঝোপের মধ্যে না ঢোকে।
আমাকে অনুপস্থিত দেখে কাঁদতে কাঁদতে
কোনো কোণে লুকোয় না যেন তারা।
দেখো—কাঁদবার মতো কোনো কষ্ট যেন তাদের না ঘটে।
কারণ, সেরকম কিছু হ'লে—
আমি যদি কাছে থাকতুম, তাহ'লে তাদের কোলে নিয়ে
কতো যে ভোলাতুম—
সে কথা মনে পড়বে তাদের।

কোনো খাবার কিংবা কোনো ফল তুলে রেখোনা আমার জন্যে।
আমাকে যা দেবার ছিল, সে-সব আমার ভাই বোনেদের দিও।
কিন্তু পূজোর সময়ে, কিংবা পরিবারের সকলের নামোল্লেখের সময়ে
আমারও নাম কোরো।
আমি ফিরতে পারি ··· মা আমার,
কিন্তু শুধু তখনি সে আশা কোরো—
যখন আমাকে ফিরতে দেখবে।
আমি ফিরতে পারি ··· মা আমার,
কিন্তু শুধু তখনি সে আশা কোরো—
যখন আমাকে ফিরতে দেখবে।

আমার বোনেদের বোলো—
তারা যেন রান্নার জোগাড় করে রাখে
আমি এখুনি আসছি জ্বালানি-কাঠ নিয়ে।
যদি বিষ্টিতে ধুয়ে যায় সব,
তবু হাজারবার নতুন ক'রে তারা যেন ঠিক ক'রে রাখে সব।

পিতা আমাদের জন্যে বাড়ি তৈরী করে গেছেন।
সেই বাড়িকেই বাসভূমি করবার দায়িত্ব আমার ওপরে।
আমি আহরণ করবো জল,
প্রস্তুত রাখবো চাষের যন্ত্র,
ঘর ঝাড়বার ঝাঁটা,—উঠোনে রাখবো বসবার টুল,
আনবো মাদুর,—ঘরের আসবাব,—বল্লমের ফলক,
বোনেদের শিখিয়ে দেবো সেগুলোর ব্যবহারের কায়দা।
পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান আমি।
তুমি আশা কোরো যে, আমি ফিরে আসবো
কিন্তু শুধু তখনি—
যখন সত্যিই আমাকে ফিরতে দেখবে।

অনুবাদক : হরপ্রসাদ মিত্র

(দক্ষিণ আফরিকা) [ইনগ্রিড জোনকার]

আর কোন অতিথির সাক্ষাৎ আমি চাই না

আর কোন অতিথির সাক্ষাৎ আমি চাই না
এক কাপ এস্‌প্রেসো চা এবং নয় কখনো
এক পেগ ব্রাণ্ডি
কথা ওদের চাই না আমি শুনতে
প্রতীক্ষায় আছে ওরা দিস্তা দিস্তা স্বপ্ন ছোঁয়া
পাখির পালক পত্র হাতে
আবার আলোয় জেগে
চোখে ওদের চাই না আমি থাকতে
যখন ওদের
চোখের ভুরুর পরে অন্যেরা ঘুমায় সব
দিগন্ত বিস্তৃত রেখায় সব নিস্তব্ধ

আমি শুনতে চাই জানতে চাই
পুরণো ব্যাধি ওদের ব্যথা বেদনার কথা
ছিন্ন যে নারীর ডিম্বকোষ
অন্য কোন নারী ভুগছে লিউকোমিয়ায়
সে শিশুর হাতে নেই খেলার বাজনা ঝুমঝুমি
কানকালা সে বৃদ্ধ
ভুলে গিয়েছেন যিনি কবে যে হলেন কালা
আমি শুনতে চাই জানতে চাই
সবুজ অরণ্য ঘন প্রান্তরের কথা
দুরন্ত সাহারা সমুদ্র সৈকতে নাচে সে জীবন

খেয়ালী মৃত্যু সেখানে করে খেলা
আমি শুনতে চাই জানতে চাই
ঈশ্বর আর মৃত্যুর মুখোমুখি
অবিশ্বাসী পলাতক জীবনের কথা

নির্জনে আমি যে একা একা পথ চলতে চাই
ভ্রমণকারীর হাতের ছড়ির মত
আমি যে আত্মবিশ্বাসী
এখনো আমি অনন্যা।

অনুবাদক : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

(নাইজেরিয়া) [ম্যাবেল সেগান]

ত্রিশঙ্কু

এখানে
দুই সভ্যতার
মাঝখানে
ঝড়ে উড়ো খড় শিশুর মতন
বিষণ্ণ ভারসাম্য নিয়ে
আমরা
দাঁড়িয়ে।
যে কোন ঘটনা
    ঘটার জন্য,
যে কোন দিকে
    যাবার জন্য,
প্রতীক্ষায় ছটফট করি।
বন্ধুর হাতের জন্য
অন্ধকারে হাত বাড়াই,
কিন্তু
কোন স্পর্শ পাই না।
আমার ক্লান্তি, হা ঈশ্বর, বড় গভীর।
আরো ক্লান্তিকর
এই ভেসে থাকা
নিরালম্ব নিখিলে ···

অথচ
কোথায় পথ ?

অনুবাদক : পুলক চন্দ

(মরক্কো) [লোকগাথা]

দশম আশ্চর্য্য

সভ্যতার পোশাক,
তুমি কি কুষ্ঠকে আবৃত করতে পারো।
তবে তোমার কিসের গর্ব ?

দুর্মূল্য মুক্তা !
তুমি কি তখনও গরবিনী,
যখন গণিকার যৌবন অঙ্গে শোভা পাও ?

অপ্রতিরোধ্য দুর্গ,
তোমার ঔদ্ধত্য কি খর্ব হয় না
যদি কোন খোঁড়া খুঁড়িয়ে তোমার বুকের ওপর ওঠে ?

সুন্দরী ঝর্না,
তোমার সৌন্দর্যের কি মৃত্যু হয় না,
যখন কতকগুলো অসভ্য কদাকার উট এসে
হ্যাংলার মত চক্‌চক্‌ করে তৃষ্ণা মেটায় ?

অনুবাদক : দেবব্রত মন্ডল্

(মালি) [হাউস্‌-দিয়াভারা]

একটি জন্মদিন

এবার দূর সমুদ্র—
সন্ধানী চোখ
অকূল মোহনার
মাঝে জাহাজ ভাসাল ;
একফালি আলো
ভোরের পথ
দেখাবে আমাদের।
সূর্য খোঁজার আনন্দে
উল্লসিত নাবিক।
কম্পাসের কাঁটায়
পূর্বকোণ খুঁজে নিল॥

শেকল-ছেঁড়া-বন্দীরা
হাজির বালুচবায় ;
ঢেউ গুণতে গুণতেই একদিন
কণ্ঠে আমার শব্দ-সুর-গান জমা হবে ;
একশটা রাতের অন্ধকার—
একটা নতুন সূর্য খুঁজে নিল।

মৃতদের ভস্মরাশির
মাঝে এখন নব-জাতক—
বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যের
অবলুপ্ত ইতিহাসের
সর্বনাশা বিপ্লবের
পরিচয় জেনে নিল।

পাহাড়ের দোলনায়—
আমার হৃদয় দুলছিল দ্রুততর।

আমাদের পিতৃদেব অনেক দুঃখে
নিজের জন্মদিন ভুলেছিলেন,
তাই আজ নতুনতর
প্রাজ্ঞতায় আমার জন্মদিন।

ওগো আফ্রিকা, তোমার জন্মদিন॥

অনুবাদক : শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(মোজাম্বিক) [এন. জি. মারাউদাস্]

সম্রাট : মৃত্যু : সাম্রাজ্য

এস, এবার আমরা সমবেত স্বরে
ঘোষণা করি, "স্বাধীনতা !"
আমরা মুহূর্তের জন্য স্মরণ করি
সেনানী নায়কের স্মৃতি ;

যদি কোনদিন আফ্রিকা
নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে। যদি
সাহার মরুর মাঝে প্রবাহিত কোন নদী—
কিংবা কঙ্গোর গহন-অরণ্যে বন্য-শ্বাপদ
পরস্পরকে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করে তোলে ;
তবু আমরা বেঁচে থাকব, এককোটি প্রত্যক্ষদর্শী।
সমস্ত হত্যাকাণ্ড আমাদের রক্তের শিরায়
গলিত আগ্নেয় লাভা-স্রোত তরঙ্গিত ;
হত্যাকারীর মুখ এবং মুখোশ আমরা চিনি !

যারা বুকের রক্তে স্বাধীনতাকে ভালবাসে—
যারা স্বাধীনতার জন্যই বুক পেতে রাখে,
তারা ভালবাসে নিপীড়িত মানুষ, কালো-মানুষ !

হে সেনাপতি, যখন তোমার সম্রাট
নিহত হয়েছিলেন সেদিন একটি কণ্ঠস্বর সোচ্চার
"ওরা জানে না প্রভু, ওরা কি করেছে ;
তুমি ওদের আমার হয়ে এবার ক্ষমা করো।"
এই সেই জনতা যারা একদিন
গোলাপের স্তবকে পথ সাজিয়েছিল—
আজ শুধু শুকনো পাঁপড়ি আর কাঁটা।

ভগ্ন-সিংহাসন, আয়নায় স্থির প্রতিকৃতি।
গেলাসে সোনালী মদ এখন যেন—
   এক পেয়ালা মরা নদীর ঘোলা জল।
মানুষগুলি মহামারীতে মারা গেলো,
এ যেন সেই ইতিহাসের সীজারের মৃত্যু ;
কবরস্থিত বন্ধুগণ, বিশ্বাসহন্তা,—
তাদের কেউ শেষরাতে চুপি-চুপি ভীরুর মতন,
পিস্তলের নলে, নক্ষত্র বুলেট-বিদ্ধ করেছিল ;
কাপুরুষ! তোমার সাম্রাজ্য আজো কেন অটুট ?
রোমানা, আফ্রিকার মাটি যে চিরকাল সবুজ।।

অনুবাদক : অমিতাভ চক্রবর্তী

* (আততায়ীর বুলেটে নিহত, বিশ্বখ্যাত দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো-নেতা আলবার্ট লুথুলুর মৃত্যুদিন স্মরণে)।

(মিশর) [মামুদ আবুল]

প্রেম : একগুচ্ছ বিষফল

প্রেম শুধু কি একমুঠো শুভেচ্ছা,
স্বপ্ন মোর, শুধু কি কল্পনার সাতরঙ্ ;
প্রেম শুধু এক যৌগিক তরল পদার্থ—
রক্ত এবং মাংসের সহজতর মিশ্রণ ?

পবিত্র রাত্রির একশত ভাগীদার,
সন্ধ্যা স্তবকে সাজান এ হৃদয়—
প্রেম শুধু চুম্বনের নীলাভ পেয়ালা
অথবা পোশাকহীন নগ্ননারীদেহ

স্বর্গের উদ্যানজাত একগুচ্ছ বিষফল,
সূর্যের চেয়েও লাল, নাম তার প্রেম ।

অনুবাদক : অমিতাভ চক্রবর্তী

(রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি) [লোকগাথা]

হৃদয় ও তুমি

একটি হৃদয় শুধু তোমাকে ঘৃণার—
দূর-দূরান্তের চাঁদ যেমন এখন,
হৃদয় তোমাকে শুধু সে-ভালোবাসার—
দরজার খিলআঁটা থাকে বা যেমন।

অনুবাদক : গণেশ বসু

আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা

দেশ ॥	কবি ॥	অনুবাদক ॥
আমেরিকা ১	এ্যালেন গীনস্‌বার্গ	শংকর চট্টোপাধ্যায়
কানাডা ২	ডেভিড ওয়েভিল	প্রেমেন্দ্র মিত্র
কিউবা ৩	নিকোলাস গ্যিলেন	বিষ্ণু দে
”	” ”	কবিতা সিংহ
গুয়াতেমালা ৪	সালভাতর কোয়াসিমোদো	সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
চিলি ৫	পাবলো নেরুদা	মনীষ ঘটক
”	গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
নিকারাগুয়া ৬	আরনেসটো কার্ডিনাল	কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী
পেরু ৭	আনতোনিয়ো সিসনারোস	স্বরাজ মজুমদার
মেক্সিকো ৮	অক্টাভিয়া-লা-পাজ	অমিতাভ চক্রবর্তী

(আমেরিকা) [এ্যালেন গীনস্‌বার্গ]

রোজী কাকিমার জন্য

রোজী কাকিমা এখন আমি তোমায় নির্ভুল দেখতে পাচ্ছি
তোমার সেই রোগা মুখের উঁচু দাঁতের হাসি, তোমার ব্যথায় নীল
দীর্ঘরোগে ভোগা শরীর আর লম্বাকালো ভারী জুতো
হাড় বের করা বাঁ পায়ে।
ন্যুইয়ার্কের টানা হলঘরে কার্পেটের উপর তুমি
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছো
সেই বিশাল কালো রঙের পিয়ানোটার পাশ দিয়ে
তুমি হেঁটে যাচ্ছো সেই ঘরটার দিকে
যে ঘরে আগে কত পার্টি বসত সন্ধ্যেবেলা।
আমি গলা খুলে আবেগ দিয়ে গাইতাম স্পেনীয় স্বদেশী গান
ওরা সবাই চুপ করে শুনত,
আর ঠিক তখনই তুমি সারা ঘরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চক্কর দিয়ে
টাকা তুলতে বিপ্লবীদের জন্য।
হানি খুড়িমা, শ্যামকাকা আর সেই অদ্ভুত লোকটা
কাপড়ের তৈরী হাতটা পকেটে পুরে, যে
তার মস্ত টাক মাথাটা তুলে চুপ,
এব্রাহাম লিঙ্কন ব্রিজের ধূসর চূড়াটা দেখা যেত তখন
জানলা দিয়ে।

অথচ তোমার সেই লম্বাটে বিষণ্ণ মুখে ক'কোঁটা
যৌনব্যভিচারের যন্ত্রণাদায়ক কান্না থাকত লেগে
(কী অদ্ভুত আরক্ত শীৎকার তোমার, আর হাড় বেরুনো
নিতম্বের দোলা
অসবোরন টেরাসের লেপের তলায়, মনে পড়ে)

বাথরুমের টুলে বসা উলঙ্গ আমি
তুমি আমার দুই জানু পাউডারে মুছিয়ে দিলে
ক' কৌটা ক্যালামাইনে।
ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ছড়ানো
আমার সেই কালো কোকড়ানো চুল
গোপনে না জানি কী ভাবতে তুমি
নাকি আমাকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ জানতে পেরে
পারিবারিক নীতিহীনতার শিকার তুমি,—সরু টুলের উপর
নগ্ন পা ঝুলিয়ে যেন ন্যুইয়ার্কের
মিউজিয়ামে রাখা
কোনো কিশোর দেবতার মূর্তি আমি
মনে পড়ে রাগী চোখের তলায় তোমার সেই করুণ মুখশ্রী
যেন দেবী কোনো।

রোজী কাকিমা
হিটলার মারা গেছে বহুকাল, হিটলার আজ ইতিহাস, হিটলার আজ
এমিলি ব্রাণ্টের পাশে শুয়ে।
যদিও এখনও আমি হাঁটতে দেখছি তোমাকে অসবোরন
টেরাসের প্রেতাত্মা যেন
লম্বা অন্ধকার হল পার হয়ে সদর দরজা
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছ আর ঠোঁটে সেই হুল ফোটানো হাসি তোমার
রঙওঠা সিল্কের পোশাক হয়ত গায়ে
ফুলের ছাপ আঁকা।
সদ্য ন্যুইয়ার্কে পা দেওয়া আমার বাবাকে জানাচ্ছো অভিবাদন
তারপর বসবার ঘরের দিকে যাচ্ছো হেঁটে
তোমার সেই খোঁড়া পায়েই তারপর নেচে নিলে এক পাক
লিভাররাইটের মনোনীত কবিতার পাণ্ডুলিপিটা
দুহাতে আঁকড়ে ধরে তখনও দাঁড়িয়ে আমার বাবা।

হিটলার বহুকাল গেছে মারা আর লিভাররাইটের প্রকাশনাটাও
গেছে বন্ধ হয়ে
'অতীতের সিঁড়ির ঘর থেকে' কিংবা 'অনন্ত মুহূর্তগুলো' আজকাল
আর বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।

হ্যারিকাকা তার শেষ সিল্কের মোজাটাও দিয়েছে বিক্রি করে
ক্লেয়ার ছেড়ে দিয়েছে তার নাচের স্কুল
বুবা সারাদিন চুপচাপ বৃদ্ধ মহিলা আশ্রমের
বাগানে বসে সদ্যজাত শিশুদের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচায়।

মনে পড়ে শেষবার তোমাকে দেখেছিলাম আমি হাসপাতালে
নিরক্ত ধূসর মুখশ্রী তোমার চামড়ার তলায়
জেগে উঠেছে নীল শিরা
অজ্ঞান বালিকার দেহে
অক্সিজেন তাঁবুর ভেতর যেন ঘুমিয়ে আছ।
শোনো, স্পেনের যুদ্ধ থেমে গেছে আজ বহুকাল—
রোজী কাকিমা,
তুমি আবার কবে দেবীর মত চোখ খুলে চাইবে
আমার নগ্ন জানুর দিকে?

অনুবাদক: শংকর চট্টোপাধ্যায়

(কানাডা) [ডেভিড ওয়েভিল্স]

মনে হয় নিজেকে পাচ্ছি

এ জীবন হল মজ্জার,
ভাষাহীন আর সঙ্গোপন।
স্তব্ধ এই ঋতুতে
প্রকাশিত যা কিছু, সব-ই শুধু রূপক প্রতিম
যা-ই কেন ছুঁইনা, হতে পারে যেন পরম কারণ।
ধৈর্য তো' সময়ের খাতিরে সাবধানী কৌশল,
সাবেকী আর অকৃতজ্ঞ।
আমাব ছোঁয়ায় তাই তোমাব
সহজ শবীব পাই না।
সর্ব অঙ্গেব আকাব বিপুল বিস্ফারিত হয়ে ওঠে
হাওযা-শোষা ইউক্যালিপ্‌টাসের দেহবসেব
মস্থণ ঘুমন্ত বিততির মত।

স্বপ্ন আব স্বপ্নেব অবাস্তবতায়
গাছটা যদি শুকিয়ে যায়,
যায় ফুবিয়ে,
তার তলায় অন্ধ গাঢ় কামনাব চোরাবালিতে
তাহলে—?
সেখানে জীবন শীতল পর্যাপ্ত রসহীন,
মৃত আয়ুধের মত
ইন্দ্রিয় সব অসাড়।

না, এই হল মর্মকোষের জীবন,
সময় এখানে নিঃসঙ্গ।

এর পরে ত' শুধু তারিখের জন্যে অপেক্ষা।

ঘড়ি যা জানায়

সে তো' শোণিতের সময় নয়।

বস্তু-বিশ্ব আছে কান পেতে,

আমাদের পুনর্মিলন হবে

মন্থর সাবধানী আর চরম।

অনুবাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র

(কিউবা) [নিকোলাস গি্যলেন]

এই ভালো

যখনি গুম্‌রে ওঠা কান্নায়
তখনি গান।
নিগ্রো ভাই হে, এই ভালো।
ভালো হে দক্ষিণবাসী ক্রুশবিদ্ধ ভাই হে আমার
তোমাদের ঈশ্বর বিশ্বাস
ভালো, পদযাত্রী, পতাকা মিছিল
ভালো, তোমাদের আইনজীবীর আশা
অভিযোগ আর
এইভাবে বিচার বিচার চেয়ে মাথা ঠোকা
বরফ প্রাচীরে
ভালো খবর কাগজে
এ ভাবে তুফান তোলা ঘোর প্রতিবাদে
ভালো মুঠিয়ে প্রস্তুত থাকা
এবং যখন,
নিজের পোর্ট্রেটে নিজে ঝোলেন লিঙ্কন।
কিন্তু আমার
ক্রুশবিদ্ধ দক্ষিণ দেশের
নিগ্রো ভাই হে—মনে রেখো
জন ব্রাউন কিন্তু নিগ্রো নন
তিনি তবু তোমাদেরই লোক
তোমাদের হয়ে তিনি বন্দুক ধরেছেন।
বন্দুক !
অভিধানে যার মানে বহন করার
সৈনিক ব্যবহার্য অগ্নি প্রহরণ
আরো বলা যায়—বন্দুক

আগ্নেয়াস্ত্র যাকৃতদাসের লাগে
আত্ম প্রতিরোধে।

নিগ্রো ভাই হে তবু শোনো
বন্দুক যদি না থাকে তাহলে ?
তাহলে ?
কিছু শুনবনা, নাও কিছু একটা
হয়ত হাতুড়ি
হাতুড়ি, ডাণ্ডা কিম্বা
কিছু একটা
একটা কিছু যা
ধারালো, আঘাত করে, লাগে—
রক্তপাত হয়
হাতে নাও একটা কিছু
নিগ্রো ভাই হে···কিছু একটা নাও।

অনুবাদক : কবিতা সিংহ

(কিউবা) [নিকোলাস গ্যিয়েন]

দুটি ছেলে

দুটি ছেলে, দুর্দশার একই গাছের দুটি শাখা
এক জোটে এক দরজায়, গরম রাতের তলায়,
দুটি ভিখারি ছেলে, গা-ময় পাঁচড়া,
একই টিন থেকে খাচ্ছে, যেন ক্ষুধিত কুকুর খাচ্ছে
টেবিলঢাকার উপ্‌ছে-পড়া-খাবার।
দুটি ছেলে : একজন কালো, আবেকজন শাদা।

ওদের মাথা দুটি ঘেঁষাঘেঁষি, উকুনে ভরা,
ওদের খালি পা ঘনিষ্ঠতায় জোড়া ;
ওদের মুখদুটি শ্রান্তিহীন চিবুকের একই আবেগ।
এবং ঐ টোকো তেল চক্‌চকে খাবারের ওপর
দুটি হাত : একটি কালো, আরেকটি শাদা।

কী বলিষ্ঠ আন্তরিক ইউনিঅন !
ওদের ঐক্য এনেছে ওদের ক্ষুধা আর তিক্ত রাত্রি,
আর ঝল্‌মলে এভিনিউতে বিষণ্ণ বিকাল,
আর সব ফেটে পড়া সকালবেলা
দিন যখন জাগে মোদো চোখে।

ওরা পাশাপাশি, দুটি ভালো কুকুরের মতো,
একজোট, দুটি ভালো কুকুরের মতো,

একটি কালো, আরেকটি শাদা।
অভিযানের সময় যখন আসবে তখন
ওরা কি অভিযানও করবে দুটি ভালো কুকুরের মতো
একজন কালো, আরেকজন শাদা ?

দুটি ছেলে, দুর্দশার একই গাছের দুটি শাখা,
এক দরজায়, গরম রাতের তলায় ॥

অনুবাদক : বিষ্ণু দে

(গুয়াতেমালা) [সালভাতর কোয়াসিমোদো]

মাকে চিঠি

"মা মণি আমার, এখন এখানে কুয়াশা নেমে এসেছে,
স্যাভিগলিয়ো খালের জলরাশিতে উপছে পড়ছে দুই তীর।
বৃক্ষদল জল পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, শিশিরে ঝলমল করে তারা।
এই উত্তরপ্রদেশে নিজেকে নিয়ে শান্তিতে না থাকলেও আমি বিষণ্ণ
নেই।
কিন্তু কারো কাছে ক্ষমা প্রত্যাশীও নই। মানুষের কাছে মানুষের মতো
অনেকের কাছেই আমি অশ্রুজলে ঋণী। জানি মা মণি তুমি
ভাল নেই।
জানি তুমি পৃথিবীর অন্য সব কবিদের জননীর মতোই বেঁচে আছো,
দরিদ্র, অথচ প্রবাসী সন্তানের জন্য নিখাদ ভালবাসায় আর্দ্র।
আজ আমি, আমিই তোমাকে লিখছি"

—চিঠি শেষ করে তুমি হয়তো বলবে এই কটি লাইনও সেই
ছোট দুষ্টুটার লেখা যে একদিন রাত্তিরে তার খাটো কোটের পকেটে
কয়েকলাইন কবিতা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। নিঃসম্বল
অথচ এত চঞ্চল যে একদিন কেউ হয়তো ওকে মেরেই ফেলবে!

"হ্যাঁ মা, আমার মনে আছে ছেড়েআসা ম্লান
রেলস্টেশনটিকে, যেখান থেকে মন্থর বগিগুলি বাদাম কমলালেবু
নিয়ে ইমেরানদীর মোহনার দিকে যেতো। সেই লবণাক্ত জলের
ইমেরা, যা ম্যাগপাই পাখি ও ইউক্যালিপটাসে পূর্ণ।
কিন্তু এখন তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, ভবিষ্যতেও জানাবো
আমার এই
পরিহাসপ্রচ্ছন্ন হাসির জন্য, যে হাসি জন্মসূত্রে তুমি আমার ঠোঁটে

তুলে দিয়েছো। সবকিছু অগ্রাহ্য করা সেই হাসিই
আমাকে দুঃখ বিলাপ
থেকে রক্ষা করে চলেছে। এখন তোমার জন্য
চোখে জল এলেও কিছু যায় আসে না। তোমার মতোই আরো
অনেকেই অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু তারাও জানে না কেন?

হে দয়াময় মৃত্যু, তুমি আমাদের রন্ধনশালার
দেয়ালঘড়িটির সময়কে স্পর্শ করো না; আমার সমস্ত শৈশব ঘড়িব
ওই রংপালিশ আর আঁকা ফুলের নক্সা দেখে কেটে গেছে; তুমি
স্পর্শ করোনা কোনো
বৃদ্ধার হাত বা তার স্তব্ধ হৃদয়কে। হয়তো অন্য কেউ তার বদলে
সাড়া দেবে হে দয়ালু, হে বিবেচক মৃত্যু।
বিদায়, প্রিয় মা মণি আমার, বিদায়॥”

অনুবাদক: সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

(চিলি) [গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল]

ভাবী স্বামীর আত্মহত্যার পর

ঠাণ্ডা পাথরের ফাঁকে তোমাকে যে রেখে গেছে ওরা,
তোমায় সেখান থেকে তুলে নিয়ে মাটিতে শোয়াব,
মাটিতে তোমার সঙ্গে একা আমি শয়ন বিভোরা
স্বপনশিথানে র'ব পাশাপাশি গভীর নিদ্রাভ।
পাশে থেকে তোমায় দেখাব সব রহস্যের খনি,
ঘুমন্ত শিশুকে ঘিরে মায়ের বুকের যত সাধ,
ধরণী দোলাবে ওই রুগ্ণ শরীরে আস্তরণী,
সুখের শিহর নেবে তোমার কান্নার অবসাদ।

অনুবাদক : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

(চিলি) [পাবলো নেরুদা]

আমার জীবন একটানা একটি গান

কতো অন্যজনার বোঝা কাঁধে নিয়েছি,
সার্থক হয়েছি, সুখী হয়েছি,
ঘর ভরে গেছে টুকিটাকি কতো কি এটা সেটায়,
ভয়তরাসে কতো ভূত
ভয় দেখাতে এসে
নিজেরাই ভয় পেয়ে ফিরে গেছে।
আমাকে নাস্তানাবুদ করবার জন্যে
কতো চক্রান্তের বেড়াজাল ঘিরেফেলেছে কতোবার
হঠাৎ ওঠা ঘূর্ণিঝড় এসেছে উড়িয়ে নিতে,
কখনো বুকে ছোরার আঘাতের মতো
বিঁধেছে একটি চুমো
কখনো বথা ভায়েদের কৃতকর্মের ঢিল পাটকেল,
মাথায় এসে পড়েছে,
সজাগ অতন্দ্র প্রহর জেগে জেগে কেটেছে,
মন তবু চেয়েছে অন্তরতমে লীন হয়েএকা থাকতে;
তাই আমার জীবন
শৈল সৈকতে প্রবহমান স্রোতের মতো একটানা একটি
গান, আজও বয়ে চলেছে
অবান্তর ও অবারিতের মাঝখান দিয়ে॥

অনুবাদক : মনীশ ঘটক

(নিকারাগুয়া) [আরনেসটো কার্ডিনাল]

বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা

আমার কবিতা স্তালিনগ্রাদ রক্ষার উদ্দেশ্যে নয়,
মিশর-অভিযান বা সিসিলি আক্রমণও এর বিষয় নয়,
জেনের‍্ল আইসেনহাওয়ারের রাইন নদী অতিক্রমকেও
আমি আমার কবিতার বিষয় হিসাবে অগ্রাহ্য ক'রেছি ।

এ কবিতা অভিযানের নয়, অভিসারের,—
একটি মেয়ের হৃদয়-অভ্যন্তরে অভিসার।

এবং এ অভিসারের অস্ত্র নয় 'মরলক' জহরত,
কিংবা 'ড্রেফিউস' সুগন্ধী, বা সেলোফেন বাক্সে ভরা অর্কিড ;
'ক্যাডিলাকে' চড়েও আমি অভিসারে বেরোই নি,
আমার কবিতা তাকে জয় করেছে।

এবং সে আমাকে সোমজার* ঐশ্বর্যের থেকেও ভালোবাসে,
যদিও আমি নিতান্ত এক গরীব।

অনুবাদক : কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

(পেরু) [আনতোনিয়ো সিসনারোস]

পথ-চলা

চলেছি—
তীরের কাছাকাছি তিরিশ কিলোমিটার দূরে
যেখানে জলের ওপর উপচে পড়া সবুজ জংলা
ঘাস একদা চোখে পড়েছিলো

আমরি—কী ভালোই না লাগবে কানে
চিকন চিরোল ঘাসের সুড়সুড়ি
এবং ঐ সহজ জলেবা-ই
আমার একমাত্র সান্ত্বনা

ভিজে বালির বুকে মাথা রেখে টানটান শুয়ে পড়া তাই
জুতো জোড়া দেব দূর করে।
আরুদ্ধ নয়ন : হৃদয় সংকুচিত—
যেন নোনা জলের শক্ত লাল শামুক ॥

অনুবাদক : স্বরাজ মজুমদার

(মেক্সিকো) [অক্তাভিয়া-লা-পাজ্]

একটি সাদা কাগজ ও একটি হৃদয়

এবার আমায় একটা সাদা কাগজ দিন্
আশ্চর্য ! সাদা বলে যে আর কিছুই নেই ;
এখন পবিত্র-হৃদয়ের বৃথা খোঁজ করা
শব্দটা বস্তাপচা এবং পুরোন বলেই—
শুধু অভিধান খুঁজে খুঁজে অর্থ পাওয়া যায়।

মশাই, হৃদয় বলে কি কিছু আছে ;
মশাই, সাদা বলে কি কিছু আছে ?

একটা কাগজের টুক্‌রো যত সাদাই হোক,
একটি পবিত্র হৃদয় যত সুন্দরই হোক,
আমি জেনে গেছি সবটাই একটা বিরাট ধাপ্পা
কয়েক ফোঁটা কালো-রক্তের দাগ মাখামাখি।

মশাই, একটি সুন্দর হৃদয়ের খোঁজ কোথায়,
মশাই, সাদা কাগজ পাওয়া যাবে কোথায় ?

শহরের যত ঝাড়ুদার রাত শেষে এবার
আবর্জনা স্তূপে জড়ো করে রাতের অন্ধকার ;
কেননা জানা গেছে, আকাশে আলো ফুটবেই
পৃথিবীটা লাল-রক্তে, সাদা-বুক ভাসাবেই !

কামনার ধারাল ছুরিকায় আমার হারিকিরি
করা প্রয়োজন। 'সুন্দর' 'পবিত্র' 'মধুর' এই
শব্দগুলি নর্দমার জলে ছেঁড়া কাগজের মতই
ছুঁড়েফেলা, রাজপথে দু-পায়ে পেষা প্রয়োজন !
মশাই, পবিত্র হৃদয় নিশ্চই খুঁজে পাবেন,
মশাই, সাদা-কাগজ একটু পরেই হাতে পাবেন।

অনুবাদক : অমিতাভ চক্রবর্তী

(অস্ট্রেলিয়া)　　[রোজমেরি ডবসন]

ফরাসীদের জন্য নিবদ্ধ একক

আরেক ভাষায় একে রূপান্তর মানে
ছড়ানো স্মৃতির জট, বাঁক নেয়া ফের
হালকা বুলেট ধোঁয়ায় বন্দরেও রোদ্দুর সামিল,
শঙ্খও ভাসানো কাঠ, বালিতেও নৌকো টেনে আনা,
পাহাড় সেতুতে তারা মাছ, রমণী ওকের নিচে ছায়া,
শিশুদের কান্না করে, জলের ওপর ধ্বনি—অন্তিম ধ্বনিও
যেন এ বিকেল দীর্ঘ দীর্ঘতর শাশ্বত সময়—
কেননা সে বাঁক নেয়, এবং গোটানো,
এবং সমস্ত কিছু শব্দের জটিলে নিয়ে আসা।

হুবহু বিদেশী কিছু রঙ্ করা, তুষ শূন্য যেন
আমার পকেটে রাখি এরকম ঝলমলে স্মৃতি
এবং নিয়ত আমি ঘোরাই ফেরাই এই নিজেরই আঙুলে।

অনুবাদক ঃ　গনেশ বসু

প্রশিক্ষা

দেশ ॥	কবি ॥	অনুবাদক ॥
ইরাক ১	হাসান মাজলু	নচিকেতা ভরদ্বাজ
ইরান ২	আব্বাস খান ফুরাত	ভবেশ বসু
কোরিয়া ৩	কিম্-স্যু-সাং	অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
চীন ৪	পিয়েন-চী-লিন	স্বরাজ মজুমদার
জাপান ৫	কোতারু তাকামুরা	কৃষ্ণ ধর
তুরস্ক ৬	নাজিম হিকমেত	অনিলেন্দু চক্রবর্তী
পাকিস্তান ৭	আবুল হাসান	আবুল হাসান
ফিলিপিনস্ ৮	মারা লানো	কুমারেশ চক্রবর্তী
ভিয়েতনাম ৯	তখান্-হাই	বেলা দত্তগুপ্ত
মঙ্গোলিয়া ১০	ফ্যাঙ্ চেই	অমিতাভ চক্রবর্তী

(ইরাক) [হাসান মাজলু]

পাগল পৃথিবী

এবারে আমার মুখ বন্ধ করে ফেলি
আমার 'অস্তি'কে আমি আর অমোঘ ঘোষণায় উচ্চারণ করব না।
এবারে আমার কলমকে ভেঙে ফেলে দেব
আমি আর কোনোদিন আমার কথা লিখব
একপাশে নিঃশব্দে হতভাগ্য নগণ্য আমাকে
বসে থাকতে দাও—
অকারণ হৈ-চৈ করে কী হবে আর ?······
স্মৃতির সাম্রাজ্যকে ভেঙে ফেলব আমি টুকরো টুকরো করে
আমার বুদ্ধিকে আমি গুঁড়িয়ে দেব প্রস্তরের তলায়
সমস্ত আদর্শকে পরিত্যাগ করে
সমস্ত বিশ্বাসকে দূরে ছুড়ে ফেলে
সমস্ত ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করে
অনন্ত দুঃখের হীনতায় সমর্পিত হব আমি ;
আমার শ্রুতিকে আমি স্তব্ধ করে দেব
যাতে সুখ দুঃখ আনন্দ যন্ত্রণার কোনো সংবাদ
আমার কাছে এসে না পৌঁছায়।
এই অতল বিবিক্ত নিশ্চলতায় থাকতে দাও আমাকে
অন্যথা আমার রক্ত যে টগ্‌বগ্‌ করে।
স্মৃতির দংশনে শুকিয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার আত্মা
অজ্ঞাতকে অন্ত্যজকে আলোকে নিয়ে আসার
প্রয়াস অনেক হয়েছে।
এবারে এক ঢোক মদের জন্য
জীবনকে আমার বিক্রী করে দিতে চাই শুঁড়ীর কাছে।
আমাদের সচেতনতা উদ্দাম উন্মত্ততার মত
এবং আজকে চারিদিকে পাগলেরই জয়জয়াকার।

অনুবাদক : নচিকেতা ভরদ্বাজ

(ইরাণ) [আব্বাস খান ফুরাত]

কবিতা পাগলদের প্রতি

কতদিন আর প্রেমের নাম ভাঁড়িয়ে চলবে যাতে আদৌ রহস্য নেই
মুড়ি মিছরির মত চুণীগোলা ঠোঁঠে আর বস্তা-বন্দী-চিনির কি একই
তুলনা ? তুমিই বলো। তার কটিতটের সাথে একগুচ্ছ কালো চুল
বা ঠাণ্ডা হিংস্র পিচ্ছিল সরীসৃপের উপমা কোনটিই নির্ভুল
কি ?
কিম্বা তার বুকের সাথে দাড়িম্ব ফলের কি মিল পেলে
এবং দীঘল মুখ আর পোষাকের সাথে দিবা-রাত্রির জীর্ণ ব্যাজস্তুতি
ফেলে
দিতে পারো কারণ পুরাতন আজ দারুণ অহেতুক, দারুণ
অপ্রয়োজনীয়॥

(অংশ)

অনুবাদক : ভবেশ বসু।

(কোরিয়া) [কিম্-স্যু-য়াং]

চন্দ্রমল্লিকা—আঙ্গুরগুচ্ছ ও একটি কবিতার উদ্দেশ্যে।

আমার অসুস্থ স্থবির মন
তোমায় দিলাম মল্লিকা

এবং নরম এলোমেলো চিন্তার জট
ঐ নীল আঙুরের রেখাচিত্রে
যেখানে আকর্ষিগুলোর আলিঙ্গন
নির্মল পরিছন্নতায় ;

এবং এই কালবিবর্ণ কেশরাজি
তোমারই উদ্দেশ্যে—
কোনো এক দীর্ঘ কবিতা ॥

অনুবাদক : অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

(চীন) [পিয়েন—চী—লিন]

একটি সিগারেট ও দুজন

দোহাই তোমার, আরও একটি নাও। এখনও স্পষ্ট
মনে পড়ে বলতে তুমি 'সাদা ও সোনালী ড্রাগনে'
একটা ঝকঝকে চতুর আমেজ আছে এবং প্রশ্ন
করেছিলাম আমি গন্ধটা স্মৃতির মত কি'না—দারুন
লজ্জা পাচ্ছি যেহেতু এই মাত্র স্বীকার করেছ তুমি
গত তিন তিনটে বছরে না'কি আরও ছ'বছর
বুড়িয়ে গিয়েছি এবং এখনও ধূমপানের কায়দা
অনায়ত্ত ঠিক যেমন করে বাঁশীতে ফুঁ দিতে
শেখাও আমার হয়ে উঠলনা অথচ
নিরন্তর শুনতে ভালবেসেছি রাতের উঠোনে
ঐ পোড়া বাঁশীর গুমরে ওঠা কান্না—কাছাকাছি
কখনো কখনো দূর বহুদূরে যা আমাকে
`প্রাংশু পর্বতের উচ্চতায় তুলে নেয়

আমাদের সামনে ভাসমান এই আলো ও
সিগারেটের পরিশ্রান্ত বিষণ্ণ নীল ধোঁয়া
অবিকল সেই বাঁশীর সুর ! ! দোহাই তোমার,
আরও একটি নাও। আমার কফি না হলেও
চলে বরং সবুজ চায়ের পেয়ালায় একটু তুফান
তোলা যাবে। জানালা দিয়ে দিনের মরা আলো
ধোঁয়ার এলোমেলো রেখাগুলোকে শেষবারের মত উজ্জ্বল ও
স্বপ্নাভ করে তোলে : ভাবতে ভাল লাগেনা
হাতের মুঠোয় শৈশবগুলোকে আবার আমরা
ফিরে পেয়েছি ? দরজার চৌকাঠে বসে দেখছি

সাদা বকটা নদীর ওপারে গোলাপী মেঘের ঠোঁটে
নিমেষে কিভাবে মিলিয়ে গেলো।

দোহাই তোমার, আরও একটি নাও।
এবং অনেক ধন্যবাদ আমার দূর দক্ষিণের
একমুখ ধোঁয়া উপহার দেওয়ায়॥

অনুবাদক: স্বরাজ মজুমদার

(জাপান) [কোতারু তাকামুরা]

আমার কবিতা

আমার কবিতা পাশ্চাত্য কবিতার অংশ নয় ;
গায়ে গায়ে পরস্পরকে ছুঁলেও
তারা কখনো ঠিক মিশে যায়নি···

পাশ্চাত্য কবিতার জগতের জন্য আমার আছে তীব্র আবেগ
কিন্তু অস্বীকার করবনা আমার কবিতা আলাদাভাবে তৈরী

এথেন্সের বাতাস এবং খৃষ্টধর্মের ফল্গুধারা
তৈরী করেছে পাশ্চাত্য কবিতার জগত আর তার বাকরীতি
তার অনন্ত সৌন্দর্য আর শক্তি আমার হৃদয়ে অনুরণন তোলে
কিন্তু তার গম-রুটি, পনীর আর অন্যান্য খাবার দাবার নিয়ে

তৈরী শরীর
আমার ভাষার প্রয়োজনের বিপ্রতীপ।

আমার কবিতার উৎস আমার অস্ত্র
দূর প্রাচ্যের দূরতম কোণে তার জন্ম
মাছ-ভাত আর সোয়াবিন খেয়ে সে আছে বেঁচেবর্তে

আমার আত্মা যদিও গান্ধারের দীর্ঘস্থায়ী সুরভিতে আপ্লুত,
এবং পরে এক বিশাল মহাদেশের পীত ধরিত্রীর সভ্যতায় আলোকিত
এবং জাপানী ধ্রুপদী শিল্পের মর্মরিত প্রবাহে অবগাহিত
এখন তা পরমাণু বিদারণের প্রচণ্ড শক্তি দেখে বিস্ময়ে উত্তেজিত।

আমার কবিতা আমি যা তা ছাড়া আর কিছু নয়
এবং আমি দূর প্রাচ্যের এক স্থপতি ছাড়া আর কিছু নয়
আমার কাছে ব্রহ্মাণ্ড একটি নির্মিতিরই প্রতিচ্ছবি
এবং কবিতা হল সেই নির্মাণের সুসঙ্গতি।

পাশ্চাত্য কবিতা আমার প্রিয় প্রতিবেশী
কিন্তু আমার কবিতার আনাগোনা চলে ভিন্ন ধারায়।

অনুবাদক : কৃষ্ণ ধর।

(তুরস্ক) [নাজিম হিক্‌মত]

হিরোসিমার সেই মৃত মেয়েটি

দোর থেকে দোরে গিয়ে গিয়ে আমি দাঁড়াই
কেউ তো শুনতে পায় না শব্দ চলাফেরার,
জানলায় আমি টোকা মেরে মেরে যাই
তবুও কেউ তো দেখতে পায় না চেহারা আমার,—
আমি মরে গেছি আমি যে মৃত !

আমার বয়স শুধুই সাতটি বছর, যদিও
মারা গেছি আমি বহুদিন আগে হিরোসিমায় ;
এখনো তো সেই সাতটি বছরই বয়স,—
শিশুরা আর তো বড়ো হয় নাকো, যদি তারা মরে যায়।
আগুনে ঝলকে পুড়ে গেছে মোর চুলগুলি,
ঘোলা হতে হতে চোখ হয়ে গেল দৃষ্টিহারা,
চকিতে মৃত্যু ধুলো করে দিল হাড় কখানা,
আর সেই ধুলো হাওয়ায় হাওয়ায় পেল ছাড়া।

ফলমূল আর চাইনা তো আমি চাইনে রুটি,
খিদের খাবারও চাইনে তো আর চাইনে মিঠাই দামী,
আমার জন্যে কিছুই তো আর নাই চাওয়ার,
কারণ আমি যে মারা গেছি—মৃত, মৃত যে আমি।

বাঁচার জন্যেই লড়াই করা, লড়াই করা আজ—
সারা পৃথিবীতে যেখানেই শিশু আছে
দিনে দিনে যেন বড় হয় তারা —হাসে খেলে বাঁচে।

অনুবাদক : অনিলেন্দু চক্রবর্তী

(পাকিস্তান) [আবুল হাসান]

শিকারী লোকটা

মাছের আঁশটে মাখা রেক্সিনের থলে ফ্লাস্কে দুধ, দগ্ধ শ্যাওলার মতো
ছাইরঙা শার্ট পরে লোকটা আসে রোজই বিকেলে এই পার্কের পুকুরে
ছিপ ফেলে বসে থাকে মাছের সন্ধানে আর যখন একটি মৃত
সুন্দরীর গোর দেয়া হলো, হায় ভগবান, যখন সুন্দরী মৃত
মাতৃত্ব লাভের আগে·· তবু এই পুকুরের জল নাট্যশালা 'এর অনেক
সুন্দরী
জানি অন্তরঙ্গ, ফ্রিস্টাইল নৃত্যে মৃত্যুকেও নগ্ন দেখে ফেলে—
—যেমন সুইমিং পুল, আলোড়ন তুলে সুন্দরীরা সেখানে সাঁতার
কাটে মিনিড্রেসে
তাদের কেউ বা শেষে ফ্রাই হয়ে চলে যায়
ডাইনিং টেবিলে কোনো আবাসিক রাতের হোটেলে !

তবু যখন একটি মৃত সুন্দরীরে গোর দেখা হলো, যখন সুন্দরী মৃত
মাতৃত্বলাভের আগে, হায় ভগবান, চকচকে নেইলপালিশে তার
দুঃখগুলি
কেমন তাকিয়েছিল, সিগ্রেট পাইপ কারো ঠুকরে খাবে সুস্বাদু সর্বাঙ্গ
এই ক্ষোভে ! ··আর এতো আখুটে কাহিনী, বরং মাছকে দেই
প্রস্তাবনা
চন্দ্রসভ্যতার এক অতুল বক্তৃতা হবে আমার বাড়িতে, লেমন স্কোয়াশ
শেষে
শ্যাম্পেন, হুইস্কি হবেই, তুমি এলে সোনায় সোহাগা হয় বরং হে
মাছ !

ছিপ ফেলে বসে থাকে, লোকটা এমন যেন অনন্তকালের কোনো
মৎস্য শিকারী

মাথাভর্তি ঝাকড়া ঝিমুনো চুল, মোটা কার্ডিগান গায়ে, তাকে দেখে
স্বপ্নগ্রস্থে চক্ষু রাখা সমুদ্র পারের কেসিনোর লোকটার কথা মনে পড়ে
আর পোর্ট সিলোনের রাতঃ নাবিকের নগ্ন ছিপে উঠে আসে ক্লেদভর্তি
নোনা মেয়েমানুষের
মাছের মেরপ্রণ পল্লী যেখানে সহজ শরীরিক জ্যাজেই মূর্চ্ছনাপ্রাপ্ত,
ঘুম পাড়ে, ঘুম যায় –ঘেয়ো রক্তে ··লোহিত শয়নে।

লোকটা আসে রোজই এই পার্কের পুকুরে, ছিপ ফেলে বসে থাকে,
ভাবে
পিতৃত্ব লাভের আগে প্রতিটি পুরুষ একবার নিজেরই শিশুর রক্তে
হেসে ওঠে
আর পিতৃত্বলাভের আগে প্রতিটি পুরুষ একবার নিজের ছায়ায় বসে
কাঁদে,
কিন্তু যুবা, হাস্তেলাস্তে মৃত্যুর ডরি না, মুহূর্তকে চাঁটি মারি তবে,
যখন একটি মৃত সুন্দরীবে গোর দেয়া হলো হায় ভগবান, যখন সুন্দরী
মৃত
মাতৃত্ব লাভের আগে···ফ্লাস্কে দুধ···রেক্সিনের থলে
ছিপ হাতে কোনোদিন আর সে এলো না ফিরে পার্কের পুকুরে···

অনুবাদক : আবুল হাসান

(ফিলিপিনস্) [মারা লানো]

বৃষ্টি আমার বৃষ্টি

শৈশবে বৃষ্টির কণাগুলোকে
হাতের মুঠোয় চেষ্টা করতাম ধরতে—
সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেতাম
এবং তিনি আমাকে ব্যর্থতার পতন থেকে বাঁচাতেন।

চেয়েছিলাম বৃষ্টি হোক আমার গহনা
মোলায়েম ভ্রু ও চুলের পরে'
ঠিক যেন মুক্তা কণা ;
যা আমাকে সুদূর কল্পনার দেশে নিয়ে যাবে
কিংবা এক বিরক্তিকর বেদনা।

বাস্তবিক এমনই ছিল বৃষ্টি আমার বৃষ্টি
তাকে ভালোবাসতাম এত' যে
ওপর থেকে ঐ ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়া
বৃষ্টির কণাগুলোকে ধরতে গিয়ে একটু দ্বিধাও হত,
কারণ ওগুলো তো আরও মোহময়
যখন সমুদ্রে পড়ে তাকে আবৃত করে
এবং নদীতে নদীতে
রুণু'ঝুণু ছুটে চলে।

বৃষ্টি আমার বৃষ্টি !
ঐ নীলাভ আকাশ-পেয়ালা থেকে
সমুদ্রে উপচায়
আমারই প্রেমের তাপে গলে
এবং আমার দিকে ধাবিত হয়
আমাকে সংযত করতে ॥

অনুবাদক : কুমারেশ চক্রবর্তী।

(ভিয়েতনাম) [ত্‌-খান-হাই]

মা

বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে,
অন্তহীন বৃষ্টি পড়ে ;
বৃদ্ধা মায়ের প্রতীক্ষা ঘিরে
শুধু বৃষ্টি, বৃষ্টি পড়ে।
নিমেষ গুণে, প্রহর গুণে,
দীর্ঘ হয়, ব্যর্থ হয়
প্রতীক্ষার কাল,
মুছে যায়
দিন আর রাত্রির আড়াল,
শুধু বৃষ্টি পড়ে
সন্ধ্যা, রাত্রি, সকাল।
দুরু দুরু বুক, মন উন্মুখ,
শাণিত নয়ন, তীক্ষ্ণ শ্রবণ,
মা আছেন অপেক্ষা করে,
প্রতীক্ষা করে,
মেঘ, রৌদ্র, ঝড়ে।
অকস্মাৎ।
চকিত পদপাত !
ঐ তো বাছা তাঁর দাঁড়িয়ে দরজায়
বাড়িয়ে হাত, এগিয়ে হাত ;
ব্যগ্র হাত, কোমল হাত,
কঠিন হাত, নিবিড় হাত।
জীঘাংসার দাবানলে
সবুজ পাতার অরণ্য জ্বলে,
রক্ত উথলায় মেকং এর জলে ;

তাই তো আবার বাছার তাঁর
শুরু হয় ফেরারী যাত্রার।
আবার তাই তাঁর প্রহর গোণা
কান্নার কাজল চোখে দাঁড়িয়ে দরজায়,
বৃষ্টির ছল ছল মন্দিরায়
বাজে কি আশাববী আসাব আশায় ?
বাইরে রাত, কালো তমাল রাত,
আব শুধু বৃষ্টির অবিরল প্রপাত।
মানুষে মানুষে লোহার দেয়াল
দুবন্ত পাহাড় প্রতিরোধের
ঝড়ের মেঘ তবু ছোঁয় সে পাহাড়,
শক্র কি মানে কোনো আড়াল ?
জটায়ু ক্রোধে তাই দুর্নিবার, বীবেব দল,
নখরে নখবে করবে দীর্ণ শক্র জাল,
তাই কি ছেলে তাঁর
চলেছে পার হয়ে দুর্গম গিবি কান্তাব।
আগুন, তুষার, মৃত্যু তুচ্ছ কবে ?
আজ শুধু বৃষ্টি, বৃষ্টি পড়ে।
কে জানে বাছা তাঁব গেছে কতদূবে
খুঁজে খুঁজে সন্ধানী শিকারীবে !
জানে কি কেউ ?
একলা পথের পরিক্রমা শেষে,
ছেলে তাঁর ফিরবে কবে ঘবে, এসে
বাঁধবে দু'বাহু তাঁর, দু'বাহুর ডোরে !
আজ শুধু বৃষ্টি, বৃষ্টি পড়ে।

অনুবাদক : বেলা দত্তগুপ্ত

(মঙ্গোলিয়া) [ফ্যাঙ্-চেই]

হে আমার হৃদয় নায়িকা

ওগো আমার হৃদয়েব বাঁশী, তুমি কি
বড়-ক্লান্ত। তুষাব গলবে কখন অর্থাৎ
বসন্ত। তোমার নায়ক একাকী এখন
রাত্রি সীমান্তে ব্যর্থ যন্ত্রনায় অস্থিব !
তিনশত দিন, আর কালো ডোরাকাটা
ষাট দিন, একটা পূর্ণ-বছব, দীর্ঘ বাব মাস ;
কিংবা এক হাজার দীর্ঘতর দুবন্ত দিন,—
অথবা সেই তিনবছব, মৃত গলিত আকাশ !

হে আমার হৃদয় নায়িকা দিন শেষে বাত,
সমুদ্র-আকাশ-ভালবাসা ভীষণ গভীর।
কখন সূর্য ওঠে বড় ভয় বুকে রেখে হাত
তোমার বুকের নবম স্পর্শ, চুম্বন অবকাশ।

এখন পলাশ শাখায় সহস্র কুসুম,
উৎসব অঙ্গনে অনাহুত তৃতীয় আগন্তক—
:কোথায় আমাব সেই সুখ-দুঃখের সহচরগণ·
গ্রাম্য কিশোরীএক, দুচোখে গোপন অসুখ !
তুমি খুঁজে নিলে আজ, তোমার হৃদয় নায়ক,
আমি ব্যর্থ যন্ত্রনায়, লজ্জায় ঢাকি মুখ,
শুধু বুকে বক্ত মাখা গোলাপ, হৃদয় নিঃঝুম !

হে আমার হৃদয়ের বাঁশী, এবার গান গাও—
"তবু মনে রেখো"…আমার হৃদয় শুধু তোমার,
হে আমার পরাজিত প্রেম, পূর্ণ পেয়ালা
হাতে তুলে নাও।

অনুবাদক : অমিতাভ চক্রবর্তী।